সংবাদ

তারিখ ... 17 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৫ ...

তারাগঞ্জের চিলাপাক স্কুলে পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব

প্রধান শিক্ষককে অপহরণের ২ ঘণ্টা পর উদ্ধার : গ্রেফতার ১

প্রতিনিধি, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার চিলাপাক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলীকে অপহরণের দু'ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার বিকেল ৪টায় তাকে তারাগঞ্জ উপজেলার পুরাতন চৌপথি নামক স্থান থেকে অপহরণ করা হয়। এর দু'ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টায় এলাকার লোকজন কাজীরহাট এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে। এ ঘটনায় অভিভাবক সদস্য আবু হাসান বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় মামলা দিলে পুলিশ আব্দুর রহমান নামে এক আসামিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তারাগঞ্জ থানার ওসি আব্দুল লতিফ মিঞা পিপিএম জানিয়েছেন, এরই মধ্যে এজাহার নামীয় আসামি আব্দুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া বাকিদের গ্রেফতার করতে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মামলা সূত্রে জানা যায়, ওইদিন বিকেলে স্কুলের কাজে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলী তারাগঞ্জ শহরে আসেন। এ সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুলের বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক সরফরাজ আলম দুলালের নির্দেশে তার অনুসারী সহকারী শিক্ষক গোলাম রসুলসহ অন্যরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ রোডের চৌপথি নামক স্থানে আটকান। এরপর তাকে নানা ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের পদ ছাড়তে একটি কাগজে স্বাক্ষর দিতে বলেন। এতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রাজি নাহলে তাকে লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি তার ব্যবহৃত মোবাইলফোন সেট ছিনিয়ে নেয়া হয়। পরে তাকে একটি মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে প্রথমে হাজীরহাটে এবং পরে কাজীরহাটে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক চিৎকার করতে থাকলে এলাকার লোকজন মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে তাকে উদ্ধার করেন। তবে কৌশলে পালিয়ে যান অপহরণকারীরা। এ ঘটনায় অভিভাবক সদস্য আবু হাসান বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় মামলা দিয়েছেন। যাতে আসামি করা হয়েছে চিলাপাক হাইস্কুলের সাময়িক বরখাস্ত হওয়া প্রধান শিক্ষক সরফরাজ আলম দুলাল, সহকারী শিক্ষক গোলাম রসুল, আব্দুর রহমান ও একরামুল হককে। এ ব্যাপারে তারাগঞ্জ থানায় যোগাযোগ করা হলে ওসি আব্দুল লতিফ মিঞা পিপিএম বলেন, এরই মধ্যে এজাহার নামীয় আসামি আব্দুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া বাকিদের গ্রেফতার করতে পুলিশী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এ ব্যাপারে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও বদরগঞ্জ উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক বলেন, সরফরাজ আলম দুলাল ও তার অনুসারীরা দীর্ঘদিন ধরে স্কুলকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে অপহরণ করা হয়। তিনি সরফরাজ আলম দুলালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেন, তিনি নানাভাবে পরাজিত হয়ে এখন জঙ্গিদের কৌশল অবলম্বন করেছেন। যা সভ্য সমাজে পুরোপুরি বেমানান।